সমকাল

তারিখ 19 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

জঙ্গি সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার

নর্থ সাউথের প্রো-ভিসি সাসপেন্ড

■ সমকাল প্রতিবেদক

গুলশানের হলি আর্টিসান রেস্তোরাঁয় হামলাকারীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রো-ভিসি অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহসানকে সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে। গতকাল সোমবার তাকে সাসপেন্ড করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, জঙ্গি যোগাযোগ থাকতে পারে- এমন সন্দেহে অধ্যাপক গিয়াসকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এদিকে, গুলশানের রেস্তোরাঁয় হামলাকারী জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন। গোয়েন্দা জিজ্ঞাসাবাদে তিনি দাবি করেন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় স্ত্রীর নামে কেনা ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন না। বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ভাড়া দিতেন, তার ভাগ্নে ভাড়া তুলতেন। তার ওই ফ্ল্যাটে জঙ্গিরা ভাড়া নিয়েছিল শুনে তিনিও বিস্মিত হন। ভাড়াটেদের বিষয়ে থানায় তথ্য না দেওয়ায় তিনি গোয়েন্দাদের কাছে দুঃখও প্রকাশ করেন। তবে গোয়েন্দা সূত্রগুলো বলছে, ওই শিক্ষকের এমন কথাতে এখনই আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই। তার বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

একই অভিযোগে গ্রেফতার মিরপুরের পশ্চিম শেওড়াপাড়ার বাড়ির ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

নর্থ সাউথের প্রো-ভিসি সাসপেন্ড

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

মালিক সাবেক স্কুল শিক্ষক নুরুল ইসলামও গোয়েন্দা জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেছেন, তার বাসার ভাড়াটে যুবকরা যে জঙ্গি ছিল তা তিনি জানতেন না। তাদের দেখে ভদ্রই মনে হয়েছিল। ভাড়া দেওয়ার সময় যুবকদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তা থানায় না জানানোর ঘটনার জন্য তিনিও দুঃখ প্রকাশ করেন বলে সূত্র জানায়।

নর্থ সাউথ থেকে অধ্যাপক গিয়াসকে সাসপেন্ড : রিমান্ডে থাকা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রো-ভিসি অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহসানকে গতকাল সাসপেন্ড করা হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স অনুষদের ডিন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছিলেন। ওই পদে ফার্মাসি বিভাগের অধ্যাপক হাসান মাহমুদ রেজাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক বেলাল আহমেদ সমকালকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) আতিকুল ইসলাম অধ্যাপক গিয়াসকে সাসপেন্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। ভিসিকে উদ্ধৃত করে জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক বলেন, যেহেতু ওই শিক্ষককে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, তাই তাকে সাসপেন্ড করে তার ডিনের পদে অন্য শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, জঙ্গি-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠার পরই অধ্যাপক গিয়াসকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিকভাবে তাকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়।

রিমান্ডে জঙ্গি সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার : অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন ও নুরুল ইসলামকে ৮ দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম দিন ছিল গতকাল। জিজ্ঞাসাবাদে তারা তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে সংশ্লিষ্ট পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের একজন কর্মকর্তা জানান, ভাড়াটে ব্যক্তিরা যে জঙ্গি ছিল তা জানতেন না বলে দুই শিক্ষক অস্বীকার করলেও কোনোভাবেই দায় এড়াতে পারেন না। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অধ্যাপক গিয়াসের ফ্ল্যাটেই জঙ্গিরা গুলশান হামলার চূড়ান্ত পরিকল্পনা করে। ওই বাসাতেই অস্ত্র ও গ্রেনেডের মজুদ ছিল। ফ্ল্যাট মালিক না জানলে এমন দুর্ধর্ষ জঙ্গিরা জায়গাটি এতটা নিরাপদ ভাবতে পারে না। জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের পাশাপাশি ওই শিক্ষকের সঙ্গে জঙ্গি সম্পৃক্ততার বিষয়ে নিশ্চিত হতে প্রযুক্তিগত তদন্তও শুরু হয়েছে।

পুলিশের ওই কর্মকর্তা বলেন, পশ্চিম শেওড়াপাড়ায় সাবেক স্কুল শিক্ষক নুরুল ইসলামের বাসা থেকে যে গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে, একই ধরনের গ্রেনেড গুলশান হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া ওই বাসা থেকে কালো রঙের পোশাক উদ্ধার করা হয়েছে। গুলশান হামলার পর পরই একই ধরনের পোশাক পরা অস্ত্র হাতে হামলাকারী জঙ্গিদের হাসিমুখের ছবি প্রকাশ করে বিদেশি একটি বেসরকারি সংস্থা। ওই ছবিগুলো নুরুল ইসলামের বাসায় তোলা হয়েছে কি না- তাও তদন্ত করা হচ্ছে।

অপর একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, সাভার থেকে গ্রেফতার হওয়া স্কুলশিক্ষক মিলন হোসাইনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের কর্মকর্তারা। সাভারের স্থানীয় একটি স্কুলের ওই শিক্ষকের সঙ্গে গুলশানে হামলাকারী জঙ্গি শফিকুল ইসলাম ওরফে উজ্জ্বলের ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে পুলিশ বলছে।

গত শনিবার বিকেলে পুলিশ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ই ব্লকের ৬ নম্বর রোডের টেনামেন্ট-৩ এর এ/৬ বাসায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি গিয়াসউদ্দিন আহসান, তার ভাগ্নে আলম চৌধুরী, বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক মাহবুবুর রহমান তুহিনকে আটক করে। ওই রাতেই পশ্চিম শেওড়াপাড়ার বাসা থেকে আটক করা হয় বাড়ির মালিক নুরুল ইসলামকে। এর আগে সাভার থেকে আটক করা হয় মিলন হোসাইনকে। রোববার তাদের আদালতে হাজির করে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। আদালত শুনানি শেষে প্রো-ভিসি অধ্যাপক গিয়াসসহ চারজনকে ৮ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। অপরদিকে মিলনের পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদকারী সূত্রগুলো বলছে, মূলত প্রো-ভিসির ভাগ্নে আলম চৌধুরীর মাধ্যমেই গুলশান হামলার জঙ্গিরা বসুন্ধরার বাসাটি ভাড়া নেয়। তার সঙ্গে ওই জঙ্গিদের পরিচয় কতদিনের, কোথা থেকে পরিচয় সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ছাড়া পশ্চিম শেওড়াপাড়ার বাসাটিতে ওই জঙ্গিরা কার মাধ্যমে ভাড়া নিয়েছিল, তাদের বিষয়ে আগে থেকে বাড়ি মালিক কিছু জানতেন কি-না তা জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। যদিও তারা এখন পর্যন্ত ওই জঙ্গিদের আগে থেকে চেনেন না বলে জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করছেন।